বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। অর্থাৎ বৃষ্টি ঝড়ে তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হয়নি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমেছে অনেকটা। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে তিন ডিগ্রি কম। মার্চ-এপ্রিলের প্রথম দিকে নিয়মিত আনাগোনা ছিল ঝড়-বৃষ্টির। পরে তা উধাও হয়ে যায়। ফণীর পর অবস্থা অসহনীয় হয়ে ওঠে। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় লু বয়েছে এই কয়েকদিনে। গত ক'দিন ধরেই রাজ্যের বায়ুর পরিমণ্ডলে জলীয় বাষ্প পর্যাপ্ত তৈরি হয়, যা ফণী নিয়ে গিয়েছিল তা ফের হাজির হয়। সেটিকে ঠেলে তুলে দেয় বিহারের ঘূর্ণাবর্ত, সঙ্গ দিয়েছে উত্তর-দক্ষিণে বরাবর বিস্তৃত লম্বা নিম্নচাপ অক্ষরেখাও। ফল, বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি এবং বৃষ্টি।

উদ্ধার সোনা

নিজস্ব স[illegible]দাতা, শিলিগুড়ি, ১৪ মে : ভোটের মাঝে ফের শিলিগুড়িতে বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর। গ্রেফতার মণিপুরের ৬ যুবক। ধৃতদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, চিন থেকে ভুটানের পথে ইন্দো-মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে বিপুল পরিমাণ সোনা। মণিপুর থেকে সেই সোনা নিয়ে কোচবিহার পর্যন্ত এসেছিলে ছ'জন পাচারকারী। লক্ষ্য ছিল, কলকাতা ও শিলিগুড়িতে সোনা পাচার করা। কোচবিহার থেকে সরকারি বাসে চেপে প্রায় ২৪ কেজি সোনার বিস্কুট ও বার নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল মণিপুরের ওই ৬ যুবক। কিন্তু, গোপন সূত্রে সেই [illegible]বর পৌঁছে যায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব [illegible]গায়েন্দা দপ্তরের গোয়েন্দাদের কাছে। সোমবার রাতে শিলিগুড়ির বর্ধমান রোড এলাকায় তিনটি সরকারি বাসে তল্লাশি চালান গোয়েন্দারা। উদ্ধার হয় ২৪ কেজি ১৫০ গ্রামে সোনার বিস্কুট ও বার। ধরা পড়ে যায় ৬ জন পাচারকারীও। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ধৃতেরা সকলেই মণিপুরের বাসিন্দা। ট্রাউজারের বিশেষ পকেটে ভরে সোনা নিয়ে যাচ্ছিল তারা। তাদের কাছ থেকে ১ কেজি ওজনের ২০টি সোনার বার ও ১৬৬ গ্রাম ওজনের ২৫টি বিস্কুট পাওয়া গিয়েছে। সোনাগুলিতে সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও চিনের হলমার্ক লাগানো ছিল। শিলিগুড়িতে যে সোনা উদ্ধার হয়েছে, তার বাজারমূল্য প্রায় ৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা বলে জানা গিয়েছে।

বাড়ি জলপাইগুড়িতে। মৃতের বাড়ির লোকের বক্তব্য, ভোট দেওয়ার জন্য মাস খানেক আগে বাড়িতে এসেছিলেন শুভঙ্কর। সোমবার গভীর রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে প্রেমিকার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন ওই যুবক। কথা বলতে কথা বলতে কখন যে তিনি বাড়ির থেকে বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন, তা টের পাননি কেউই। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির কাছে একটি আমগাছে শুভঙ্কর হালদারের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। ঘটনাটি জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে বংশীহারি থানার পুলিশ। কিন্তু, প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কেন আত্মহত্যা করলেন শুভঙ্কর হালদার? ধন্দে পরিবারের লোকেরা। অনুমান, রাতে যখন ফোনে কথা বলছিলেন, তখন সম্ভবত কোনও বিষয়ে প্রেমিকার সঙ্গে শুভঙ্করের বচসা হয়। সেই কারণে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

বাইসনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালবাজার, ১৪ মে : আবার বনভূমির মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কে এক তীব্র গতিতে চলা পিক আপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু ঘটল এক বাইসনের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকাল ৫.৩০ মি নাগাদ চাপারামারি বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর নাগরাকাটা ব্লকের পানঝোড়া এলাকায়। জানাগেছে, এদিন বিকাল ৫.৩০ মি নাগাদ একটি বাইসন জঙ্গলের মাঝে রাস্তা পারাপার করছিল সেইসময় নাগরাকাটার দিক থেকে আসা এক তীব্র গতির পিক আপ ভ্যান ওই বাইসনটিকে জোরে ধাক্কা মারে। বাইসনটি রাস্তা পাশে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। অপরদিকে ঘাতক গাড়িটি পালিয়ে যায়। বনকর্মী ও পুলিশ গাড়িটির খোঁজ করছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বন্যপ্রান শাখার খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। গাড়ির ধাক্কায় এভাবে বাইসনের মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্ন পরিবেশ প্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার। তিনি বলেন খুব খারাপ খবর। বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেয় কেউ কান দিচ্ছে না। পুলিশ ও বনকর্মীদের তৎপরতা বাড়ানো দরকার। বনদপ্তর সূত্রে জানাগেছে মৃত বাইসনটি পুরুষ। এরপর বনাঞ্চলে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ সকালে দলের নেতা-কর্মীরা থানায় গিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান। এর ফলে ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। ষষ্ঠ দফা নির্বাচনের দিন আক্রান্ত হন দুই বিজেপি কর্মী। তাঁদের নাম অরুণ সাউ ও দিব্যেন্দু পাণিগ্রাহী। ভোটের দিন কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের ২০৮ নম্বর সোনাকনিয়া বুথের পোলিং এজেন্ট ছিলেন তাঁরা। অভিযোগ, ভোট শেষ হলে সন্ধের পর তাঁদের বাড়ি ঘিরে রাখে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। ওই দুই বিজেপি কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধর করা হয়। ওই দুই জখম কর্মী বর্তমানে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আতঙ্কে ঘরছাড়া তাঁদের পরিবারের লোকজন। এই বিষয়ে সোমবার রাতে অভিযোগ জানাতে রামনগর থানায় যান সত্যেন ও নিত্যগোপাল। অভিযোগ, পুলিশ এই বিষয়ে এফআইআর নিতে টালবাহানা করে। এছাড়া, পুলিশ তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এরপরেই পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে ওই দুই বিজেপি নেতা। তখন ওই দুই কর্মীকে রাতভর থানায় আটক করে রাখেন রামনগর থানার ওসি। বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তপন মাইতি বলেন, সত্যেন ও নিত্যগোপাল অভিযোগ জানাতে গেলে তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে পুলিশ। যদিও, এই বিষয়ে রামনগর থানার ওসির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিজেপির নেতা-কর্মীরা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। ইতিমধ্যে তারা ঘটনাটি রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছেন।

আহত পুলিশ কর্মীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।

ট্রাইডেন্ট ইন্ডিয়া লিমিটেড

CIN NO: L52110WB1985PLC196555
রেজিস্টার অফিস : ২৩, গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩
ই-মেল : triindialtd@gmail.com
ফোন নং. ০৩৩ ২২১১৪৪৫৭ ফ্যাক্স :- ২২১১৪৪৫৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে মঙ্গলবার, ২১ মে, ২০১৯ বেলা ২.৩০ ঘটিকায় বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন এবং সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০১৯।

এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.tridentindialtd.com**।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্থান : কলকাতা — স্বা /- নেহা সিং
তারিখ : ১৪.০৫.২০১৯ — কোম্পানি সচিব

কনজিকিউটিভ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড

CIN NO: L67120WB1982PLC035452
রেজিস্টার অফিস : ২৩, গনেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৩
ই-মেল : tricon014@gmail.com
ফোন নং. ০৩৩ ২২১১৪৪৫৭ ফ্যাক্স :- ২২১১৪৪৫৭

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী ধারা ২৯ সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৪৭ সেবি (লিস্টিং অবলাইজেশান ও ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ অনুসারে বোর্ডের পরিচালনবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে কোম্পানির রেজিস্টার অফিসে মঙ্গলবার, ২১ মে, ২০১৯ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ড গ্রহণ নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন এবং সংক্ষিপ্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ত্রৈমাসিক এবং বছর শেষে ৩১ মার্চ, ২০১৯।

এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে **www.consecutiveinvestment.com**।

বোর্ডের আদেশানুসারে
স্বা /-
স্থান : কলকাতা — নবীন কুমার সামন্ত
তারিখ : ১৪.০৫.২০১৯ — কোম্পানি সচিব

কাঁকনারাহ কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার অফিস : ২৯/১, স্টিফেন হাউস, ২য় ফ্লোর, ৪, বিবাদী বাগ (পূর্ব), কলকাতা-৭০০০০১
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (পার্বিক) তিন মাস শেষে ৩১ মার্চ, ২০১৯ (লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	বিবরণ	তিনমাস সমাপ্তে		বর্ষ সমাপ্তে
		৩/৩১/২০১৯ অনিরীক্ষিত	৩/৩১/২০১৮ (অনিরীক্ষিত)	৩/৩১/২০১৮ (নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে আয়			
	ক) মোট বিক্রয়	৫৫৩৮.৯২	৫২১৫.৫৭	১৭০৬৫.৪৭
২.	খরচ			
	ক) কাঁচামাল ক্ষতির খরচ	২৩৩৮.২৯	২৬৮১.৭৫	৯২৭১.১৭
	খ) উদ্ভাবনী পরিবর্তনে দ্রব্যাদির নবীকরণ কাজের ক্ষেত্রে	৭২৫.২৮	(৬৪.১৬)	(৩০৭.৫২)
	গ) কর্মী সুবিধাতে ব্যয়	১,৩৪৪.৯২	১,২৮৪.৩৮	৪,৭৫৪.০১
	ঘ) অবচয়	২১.৫০	১২.৫০	৮২.৮৩
	ঙ) অন্যান্য ব্যয়	১৬০১.৪৩	১২৫২.০৭	২৯৩৪.৯৯
	মোট খরচ	৫৭৬১.৪২	৫১৬৬.৫৭	১৬৭৩৫.৪৮
৩	লাভ / (ক্ষতি) কারবারে অন্যান্য আয় পূর্বে, ঋণ মূল্য এবং অতিরিক্ত আইটেমে	(১৯২.৫০)	৪৯.০০	২৯৯.৯৯
৪	অন্যান্য আয়	৮৭.২৩	২৩.৭০	৬০.৫৭
৫	লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য সাধারন কাজে ঋণ মূল্যের আগে এবং অতিরিক্ত আইটেমে	(১০৫.২৭)	৭২.৭০	৩৬০.৫৬
৬	ঋণ মূল্য	৯৬.৩১	৯৪.৭৭	৩০৯.৮৪
৭	লাভ / (ক্ষতি) অন্যান্য সাধারন কাজে ঋণ মূল্যের পরে কিন্তু অতিরিক্ত আইটেমে পূর্বে	(২০১.৫৮)	(২২.০৭)	৫০.৭২
৮	লাভ / (ক্ষতি) সাধারন কাজে করের পূর্বে	(২০১.৫৮)	(২২.০৭)	৫০.৭২
৯	লাভ / (ক্ষতি) সাধারন কাজে করের পর	(২০১.৫৮)	(২২.০৭)	৫০.৭২
১০	প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০০ টাকা প্রতি)	৬২৩.২৩	৬২৩.২৩	৬২৩.২৩

দ্রষ্টব্য : ১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল ১০ মে, ২০১৯ অনুষ্ঠিত পরিচালনবর্গের সভায় গৃহীত হয়েছে।

স্থান : কলকাতা — বি.সি. জৈন
তারিখ : ১৪ মে, ২০১৯ — চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডাইরেক্টর